দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2006

সাধারণত দুটি সেমিস্টারে শিক্ষাথী ভর্তি করা হয়। প্রথম সেমিস্টার শুরু হয় জুনের ১ম সপ্তাহে এবং দ্বিতীয় সেমিস্টার শুরু হয় অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ভর্তির জন্য শিক্ষাবর্ষ শুরুর অন্তত চারমাস আগে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হয়। মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত পড়ালেখার প্রদান মাধ্যমে মালয় ভাষা। এছাড়াও শিক্ষাথীদের ইংরেজিতে দক্ষ হতে হয়।

শিক্ষাব্যয় ও থাকার সুবিধা

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসে বা ক্যাম্পাসের বাইরে আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এদেশে যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি অন্য যেকোন দেশে পড়ালেখার তুলনায় অনেক অনেক কম। তাছাড়া মালয়েশিয়ায় থাকা খাওয়ার খরচ অত্যন্ত কম, মাসে মাত্র ১৪০০০-১৬,০০০ টাকা।

পার্টটাইম জব

পড়ালেখার পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় পার্টটাইম জবের সুবিধা রয়েছে। এদেশে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজ করার অনুমোদন পাওয়া যায়। এখানে পার্টটাইম জবের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্যযোগ্য কাজ হল স্কুলের ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট পড়ানো।

যুক্তরাজ্য

উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে যুক্তরাজ্য একটি আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ স্থান। এদেশে শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে বিশ্বের তাবৎ মেধাবী শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরন

যুক্তরাজ্যে বছরে সাধারণত ৩টি সেমিস্টারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়-জানুয়ারি, জুন এবং সেপ্টেম্বর।

এদেশে ভর্তির লক্ষ্যে ইংরেজিতে দক্ষতা প্রমাণের জন্য ৫৫০+টোফেল স্কোর প্রয়োজন।

শিক্ষা ব্যয় ও থাকার সুবিধা

যুক্তরাজ্যে পড়ালেখার খরচ তুলনামূলকভাবে বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। টিউশন ফি বিশ্ববিদ্যালয়, বিষয় ও স্থানভেদে ভিন্ন হয়। তবে ভালমানের প্রতিষ্ঠানের প্রতি মাসের টিউশন ফি প্রায় ৪৫,০০০ টাকা। থাকা, খাওয়া ও অন্যান্য খরচ মাসে একজন শিক্ষার্থীর প্রায় ২৫,০০০ টাকা। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে অবস্থিত আবাসিক হলে কিংবা ক্যাম্পাসের বাইরে বাসা ভাড়া করে থাকতে পারে।

পার্টটাইম জব

বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী যারা ফুলটাইম স্টুডেন্ট তারা পড়ালেখার পাশাপাশি সপ্তাহে ২০ ঘন্টা চাকরির সুযোগ পাবে। এছাড়াও তারা বাৎসরিক ফুলটাইম কাজ করার সুবিধা পাবে।

যুক্তরাষ্ট্র

স্বপ্নের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বিশ্বের সর্বোত্তম শিক্ষাব্যবস্থা। আর তাই বিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখে এদেশে শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণা করার।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরন

যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় মার্চ মাসে। বছরে ২টি সেমিস্টার অথবা ৩টি টার্মস হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিতে পাঠদান করা হয়। আর তাই ইংরেজিতে দক্ষ হতে হয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে আইইএলটিএস এ কমপক্ষে ৬.০ ব্যান্ড স্কোর থাকতে হবে।

শিক্ষা ব্যয় ও থাকার সুবিধা

বিভিন্ন বিষয়ের টিউশন ফি ভিন্ন ভিন্ন হারের। বিজ্ঞান অনুষদের বিষয়সমূহের টিউশন ফি সবচেয়ে বেশি। ভিনদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে আবাসিক হল রয়েছে। তবে কেউ ইচ্ছে করলে ভাড়া বাড়িতে থাকতে পারবে। টিউশন ফিসহ থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসে ৭৫,০০০ টাকা লাগবে।

পার্টটাইম জব

যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহে ২০ ঘন্টা কাজের অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। তবে ছুটি ও অবসরকালীন সময়ে ফুলটাইম কাজ করা যায়।

সুইডেন

ইউরোপের স্ক্যান্ডেনেভিয়া দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ সুইডেন। সুইডেনে পড়ালেখার ক্ষেত্রে টিউশন ফি'র বালাই নেই। আর তাই বর্তমানে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার শীর্ষে রয়েছে সুইডেন।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরন

সুইডেনে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ইন্সটিটিউট মিলিয়ে সর্বমোট ৬৪টি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার সবক'টি আন্তর্জাতিক মানের। গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার শুরু হয় মধ্য আগষ্ট থেকে এবং শেষ হয় মধ্য জানুয়ারিতে। আবেদন করতে হয় ১৫ জুনের মধ্যে। বসন্তকালীন সেমিস্টার শুরু হয় মধ্য জানুয়ারিতে এবং শেষ হয় জুনে। ভর্তির আবেদন করতে হয় ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য সুইডেনের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই মূল কোর্সের আগে সুইডিশ ভাষাশিক্ষা কোর্স করিয়ে থাকে। ইংরেজিতে দক্ষতার ক্ষেত্রে টোফেলে ৫৫০+ অথবা আইইএলটিএস এ ৬.০ ব্যান্ড স্কোর থাকতে হবে।

শিক্ষাব্যয় ও থাকার সুবিধা

সুইডেনে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখার জন্য কোন রকম ফি লাগে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফ্রি। সুইডেনে মোটামুটি মানের আবাসনের জন্য মাসে খরচ হবে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। এছাড়া একাডেমিক রেকর্ডটি ভাল হলে আবাসন খরচের জন্য সাহায্য পাওয়া যায় যা পরে আর পরিশো করতে হয় না।

পার্টটাইম জব

সুইডিশ সরকার বর্তমানে বিদেশী ছাত্রদে সারাবছরই কাজের সুযোগ করে দিয়েছে এক্ষেত্রে প্রতি টার্মে ন্যূনতম ২০ পয়েন্ট (সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা ফুলটাইম স্টাডির জন্য পয়েন্ট) পেতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুইডেনে শিক্ষার্থীদের আয়কৃত অর্থে যাব খরচ মেটানোর পরেও উদ্বৃত্ত থাকে।

আবেদন করবেন যেভাবে

● কাঙ্ক্ষিত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠি পাবার পর প্রসপেক্টাস এবং অ্যাপ্লিকেশন ফরমের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবর ই-মেইল করুন।

● কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির প্রসপেক্টাস এলে ভালো করে পড়ুন এবং বুঝতে চেষ্টা করু আপনার যদি কোন তথ্যের দরকার হয় ও সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবর ই-ে করুন উত্তর পেয়ে যাবেন।

● যদি নিজ দায়িত্বে আপনি ভর্তি প্রক্রিয় সম্পন্ন করতে চান তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ওয়েস সাইট থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফরমগু ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিন। সেই স জেনে নিন আনুষঙ্গিক তথ্যসমূহ।

● এবার আপনার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমি এবং বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফি ও মার্কশিটের (ইংরেজি কপি) ফটোকপি সত্যায়িত করুন নোটারি পাবলিক থেকে। অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যা যা চা হয়েছে এগুলো ভালভাবে দেখে ডাক বা কুরিয়ারযোগে পাঠিয়ে দিন।

● কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি ভর্তি যোগ্য বিবেচিত হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে লেটার অব অ্যাডমিশন এবং ভর্তি নিবন্ধী পত্র দিয়ে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

● ভর্তির পত্রের সাথে ফিন্যান্সিয়াল ইনভ আসবে। সে সংগে ডোনেশন (যদি উল্লেখ থাকে) অথবা উল্লেখিত সময়ের টিউশন ফি ব্যাংক ড্রাফট করুন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠা বরাবর।

● ব্যাংক ড্রাফটের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাং এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকসমূহ আপনাকে সহায়তা করবে।

● ব্যাংক ড্রাফটি সম্পন্ন হলে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করুন।

● দূতাবাসে আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকা সন্তোষজনক না হলে ঐদিনই আপনাকে রিজেকশন লেটার দেয়া হবে। যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিলে আপনার দে টিউশন ফি ফেরত পাবেন।

● আর ভালভাবে ভিসা সম্পন্ন হলে কাঙ্ক্ষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জানিয়ে দিন আপনার আ তারিখ ও সময়।

আর এরই মাধ্যমে আপনার সামনে খুলে য ভিন দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নতুন দিগন্ত।

ভিসা পেতে যা যা লাগবে

- অ্যাডমিশন ও রেজিস্ট্রেশন কনফারমেশন পত্র
- টিউশন ডিপোজিট পেইড স্লিপ
- স্পন্সর শিপ সার্টিফিকেট (নোটারি পাবলি থেকে করা)
- অরিজিনাল পাসপোর্ট
- ব্যাংক সলভেন্সি লেটার
- অরিজিনোল এডুকেশনাল মার্কশিট ও সার্টিফিকেট (ইংরেজি কপি)
- ভিসা আবেদন ফি এবং আবেদনপত্র
- IELTS অথবা TOFFL স্কোর (যদি থাকে
- ক্রেডিট CGPA (অধ্যয়নরত অবস্থায়)
- ক্রেডিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নে অবজেকশন লেটার।

(আগামীতে আরো কিছু দেশের

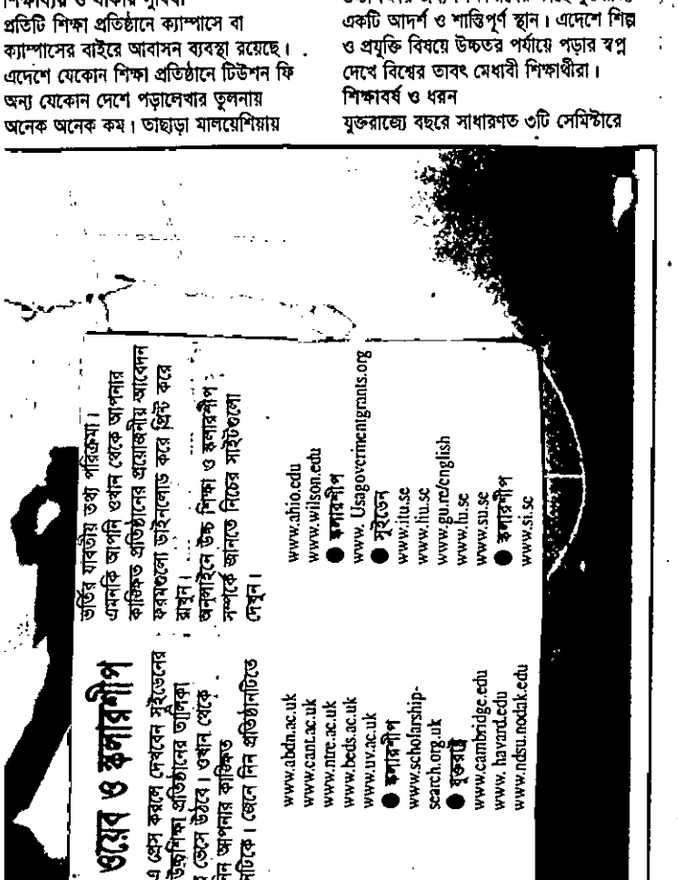

ভিনদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওয়েব ও স্কলারশীপ

ইন্টারনেটে যারা নিয়মিত বসেন yahoo/google ওয়েবসাইটের সাথে সবার কম-বেশি পরিচয় আছে। ইন্টারনেটে বসে সরাসরি চলে যান «www.yahoo/google.com ওয়েবসাইটে। সাইটের সার্চবক্সে (Search Box) লিখুন- আপনার কাঙ্ক্ষিত দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন-কলেজ, ইউনিভার্সিটির নাম। মনে করুন, আপনি সুইডেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব ঠিকানা জানতে চান। তাহলে সার্চবক্সে লিখুন Higher education in sweden অথবা colleges and universities in sweden এরপর Enter এ প্রেস করলে দেখবেন সুইডেনের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা মনিটরে ভেসে উঠবে। এখান থেকে বেছে নিন আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানটিকে। জেনে নিন প্রতিষ্ঠানটিতে ভর্তির যাবতীয় তথ্য পরিক্রমা। এমনকি আপনি এখান থেকে আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় আবেদন ফরমগুলো ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রাখুন। অনলাইনে উচ্চ শিক্ষা ও স্কলারশীপ সম্পর্কে জানতে নিচের সাইটগুলো দেখুন।

● অস্ট্রেলিয়া
www.unimele.edu.au
www.ac.esu.au
www.jcu.edu.au
www.ulas.edu.au
● স্কলারশীপ
www.scholarships australia.com
● কানাডা
www.msvu.ca
www. dal.ca
www.brocku.ca
www.acsu.ca
www.carleton.ca
● স্কলারশীপ
www.scholarships canada.com
● জার্মান
www.uni-bayreuth.de
www.scholarships
www.uni-auburg.de
www.rwth-aachen.de
www.bildungsserver.de
www.abdn.ac.uk
www.cant.ac.uk
www.mre.ac.uk
www.beds.ac.uk
www.uv.ac.uk
● স্কলারশীপ
www.scholarship-search.org.uk
● যুক্তরাষ্ট্র
www.cambridge.edu
www. havard.edu
www.ndsu.nodak.edu
● স্কলারশীপ
www.upm.edu.my
www.usm.my
www.uitm.edu.my
www.um.edu.my
● স্কলারশীপ
www.ppln.gov.my
● যুক্তরাজ্য
www.ahio.edu
www.wilson.edu
● স্কলারশীপ
www. Usagovcrimenigrants.org
● সুইডেন
www.iiu.se
www.liu.se
www.gu.se/english
www.lu.se
www.su.se
www. havard.edu
● স্কলারশীপ
www.si.se